



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

# বিস্ফোরক পরিদপ্তর

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ  
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়



স্পেরিক্যাল এলপিগি ট্যাংক নির্মাণ

## বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৭-২০১৮



আধুনিক এলপিগি সিলিন্ডার নির্মাণ কারখানা

সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০১

ওয়েবসাইট: [www.explosives.gov.bd](http://www.explosives.gov.bd)

ই-মেইল: [dhaka@explosives.gov.bd](mailto:dhaka@explosives.gov.bd)

ভূমিকা:

বিস্ফোরণ ও অগ্নি-দুর্ঘটনাপ্রবণ বিপজ্জনক পদার্থ, যেমন-বিস্ফোরক, সংকুচিত গ্যাস, পেট্রোলিয়ামসহ প্রজ্জ্বলনীয় তরল পদার্থ, ক্যালসিয়াম কার্বাইডসহ প্রজ্জ্বলনীয় কঠিন পদার্থ, জারক পদার্থ ইত্যাদি উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ, পরিশোধন, আমদানি, মজুদ, পরিবহন/সঞ্চালন ও ব্যবহারের সময় যাতে দুর্ঘটনা ঘটে জন-জীবন, জাতীয় সম্পদ ও পরিবেশ বিনষ্ট না হতে পারে এবং সংশ্লিষ্ট স্থাপনাটির ঈশ্বরিত মেয়াদ পূরণ করতে পারে তদোদ্দেশ্যে বিপজ্জনক পদার্থের উক্তরূপ কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করার জন্য বিস্ফোরক পরিদপ্তর (Department of Explosives) সৃষ্টি ও লালন করা হচ্ছে।

**পূর্ব-ইতিহাস:** ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক ভারতবর্ষে ২৬-২-১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে The Indian Explosives Act জারি করা হয়। সেই সময় বিভিন্ন বিস্ফোরক মজুদাগারে ও বিস্ফোরক তৈরির কারখানায় ক্রমাগত বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটতে থাকে। ফলে, ব্রিটিশ সরকার Her Majesty's Chief Inspector of Explosives, UK এর অনুমোদনক্রমে পশ্চিমবঙ্গের ইসাপুরে বারুদের কারখানায় একজন সুপারিনটেনডেন্ট ও কিরকি (kirkee) তে Chief Inspector of Explosives নিয়োগ করেন। তৎকালে উক্ত কর্মকর্তাদ্বয় ব্রিটেনের Her Majesty's Chief Inspector of Explosives দ্বারা পরিচালিত হতেন। এরূপ ব্যবস্থায় সন্তোষজনকভাবে কার্যক্রম পরিচালনায় অসুবিধা সৃষ্টি হওয়ায় ব্রিটিশ সরকার নিরাপত্তা সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনায় ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে স্বাধীন কর্তৃপক্ষ (Independent Authority) হিসেবে Chief Inspector of Explosives in India নিয়োগ করেন এবং তাঁর অধীনে বিস্ফোরক পরিদর্শক (Inspector of Explosives) নিয়োগ করে Department of Explosives এর সূচনা করেন। পরবর্তীতে উক্ত দপ্তর সমগ্র ভারতে অফিস পরিচালনা করে। প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক এর পদবি ১৯০২ খ্রিস্টাব্দে চীফ ইন্সপেক্টর অব এক্সপ্লোসিভস ইন ইন্ডিয়া এর স্থলে Her Majesty's Chief Inspector of Explosives in India রাখা হয়। পরবর্তীতে ভারত এবং পাকিস্তান স্বাধীন হওয়ার পর 'হার ম্যাজিস্ট্রিজ' কথাটি বাদ দিয়ে চীফ ইন্সপেক্টর অব এক্সপ্লোসিভস ইন ইন্ডিয়া এবং 'চীফ ইন্সপেক্টর অব এক্সপ্লোসিভস ইন পাকিস্তান' রাখা হয়। অনুরূপভাবে, ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর 'চীফ ইন্সপেক্টর অব এক্সপ্লোসিভস ইন পাকিস্তান' এর স্থলে 'চীফ ইন্সপেক্টর অব এক্সপ্লোসিভস ইন বাংলাদেশ' করা হয়।

**প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় :** ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে বিস্ফোরক পরিদপ্তর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীন ছিল। ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের পর কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি মন্ত্রণালয়ে স্থানান্তরিত হয়। পাকিস্তান আমলে এই দপ্তরটি শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনে ছিল। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরও এ দপ্তরটি শিল্পমন্ত্রণালয়ের অধীন ছিল। পরবর্তীতে দপ্তরটি বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত করা হয়। পাকিস্তান এবং ভারতে অনুরূপ দপ্তর দু'টো শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনে কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

**পেট্রোলিয় আইন, ২০১৬ ও পেট্রোলিয়াম রুলস ১৯৩৭ এর পূর্ব-ইতিহাস :** ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শককে দপ্তর প্রধান করে ডিপার্টমেন্ট অব এক্সপ্লোসিভস গঠন করা হয়। সে সময়ে বিস্ফোরক ছাড়াও বিভিন্ন দাহ্য তরল হতে অগ্নি-দুর্ঘটনা ও বিস্ফোরণ সংঘটিত হওয়ার কারণে এবং বিস্ফোরক ব্যতীত অন্য সকল অগ্নি-দুর্ঘটনা ও বিস্ফোরণ প্রবণ রাসায়নিক দ্রব্যের নিরাপদ হ্যান্ডলিং ও জনসাধারণের জানমাল রক্ষার স্বার্থে ১৭-২-১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে প্রথম পেট্রোলিয়াম অ্যাক্ট, ১৮৯৯ (VIII OF 1899 ) জারি করা হয়। সে সময়ে প্রচলিত কার্বাইড অব ক্যালসিয়াম রুলস্কে এ আইনের আওতায় আনা হয়।

১৯০৪ এবং ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে পেট্রোলিয়াম অ্যাক্ট ও উক্ত অ্যাক্টের আওতায় জারিকৃত পেট্রোলিয়াম রুলস প্রয়োগের জন্য প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শককে দায়িত্ব প্রদান করা হয়। সে সময় বিভিন্ন রাজ্যের জন্য কিছুটা ভিন্নতর পেট্রোলিয়াম রুলস প্রচলিত ছিল।

বিভিন্ন রাজ্যের আইনের তারতম্যের কারণে মাঝে মাঝে বিভিন্ন ধরনের জটিলতা দেখা দিত। উক্ত জটিলতা নিরসনের জন্য প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক, ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দের পেট্রোলিয়াম অ্যাক্ট রহিত করে এবং বিভিন্ন রাজ্যে বিদ্যমান পেট্রোলিয়াম আইন রহিত করে সমগ্র ভারতের জন্য একটি একক আইন প্রচলনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ফলে পেট্রোলিয়াম অ্যাক্ট, ১৯৩৪ এবং পূর্বে প্রচলিত পেট্রোলিয়াম বিধিগুলো রহিত করে ৩০-৩-১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে পেট্রোলিয়াম বিধিমালা, ১৯৩৭ জারি করা হয়। ১৮-৩-১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে পেট্রোলিয়াম অ্যাক্ট, ১৯৩৪ এর আওতায় ক্যালসিয়াম কার্বাইড রুলস জারি করা হয়। উক্ত আইন এবং বিধিমালাগুলো বিভিন্ন সময়ে সংশোধনের মাধ্যমে যুগোপযোগি করা হলেও ঐতিহ্যের কথা বিবেচনা করে উক্ত আইনসমূহের এবং বিধিমালার নামকরণের পরিবর্তন করা হয়নি।

ভারত বিভাগের পর পাকিস্তানে ন্যাচারাল গ্যাস আবিষ্কৃত হওয়ার পর উক্ত গ্যাস পরিবহণের জন্য পাইপলাইন স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। তৎপ্রেক্ষিতে পাইপলাইনের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের জন্য বিশ্বের অন্যান্য দেশের পাইপলাইনের নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিধি-বিধান পর্যালোচনা করে পেট্রোলিয়াম অ্যাক্ট, ১৯৩৪ এর আওতায় ন্যাচারাল গ্যাস সেফটি রুলস ১৯৬০ জারি করা হয়। উক্ত বিধিমালাটি সংশোধনীর মাধ্যমে হালনাগাদ করে প্রাকৃতিক গ্যাস নিরাপত্তা বিধিমালা, ১৯৯১ (২০০৪ পর্যন্ত সংশোধিত) জারি করা হয়। সম্প্রতি পেট্রোলিয়াম আইন, ১৯৩৪ রহিত করে ১১ শ্রাবণ, ১৪২৩ বঙ্গাব্দ/২৬ জুলাই, ২০১৬ তারিখে পেট্রোলিয়াম আইন, ২০১৬ জারি করা হয়েছে।

**বিস্ফোরক আইন, ১৮৮৪ ও বিস্ফোরক বিধিমালা, ২০০৫ এর পূর্ব-ইতিহাস:** গ্রেট ব্রিটেনে বিস্ফোরক জাতীয় পদার্থ নিয়ন্ত্রণের জন্য ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে Explosives Act, 1875 জারি করা হয়। উক্ত আইন দ্বারা গ্রেট ব্রিটেনে বারুদ ও অন্যান্য বিস্ফোরক দ্রব্য নিয়ন্ত্রিত হতো। ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনামলে বিভিন্ন বিস্ফোরক ম্যাগাজিন ও বিস্ফোরক ব্যবহারের বিভিন্ন খনিতে ক্রমাগত বিস্ফোরণ ঘটায় কারণে তদানিন্তন ব্রিটিশ সরকার ২৬-২-১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে সর্বপ্রথম ভারতবর্ষে বিস্ফোরক আইন, ১৮৮৪ জারি করেন। ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে ডিপার্টমেন্ট অব এক্সপ্লোসিভস কার্যক্রম শুরু করার পর তৎকালে চীফ ইন্সপেক্টর ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে সর্বপ্রথম বিস্ফোরক বিধিমালা, ১৯১৮ জারিকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে বিস্ফোরক দ্রব্যের উৎপাদন, মজুদ, পরিবহন, ব্যবহার ইত্যাদি বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে জনগণের জানমালের নিরাপত্তার স্বার্থে ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে বিস্ফোরক বিধিমালা জারি করা হয়। বিস্ফোরকের ব্যবহার বৃদ্ধি পাওয়ায় বিস্ফোরক বিধিমালাটি সংশোধনপূর্বক যুগোপযোগি করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। তৎপ্রেক্ষিতে ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দের বিস্ফোরক বিধিমালা রহিতকরণপূর্বক বিস্ফোরক বিধিমালা, ১৯৪০ জারি করা হয়। উক্ত বিস্ফোরক বিধিমালা, ১৯৪০ প্রায় ৬৫ বছর কার্যকর ছিল। নতুন নতুন বিভিন্ন ধরনের বিস্ফোরক আবিষ্কার হওয়ার কারণে জনগণের জানমালের নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে এবং এ উপ-মহাদেশ ও বিশ্বের অন্যান্য দেশের বিস্ফোরক সংক্রান্ত নিরাপত্তা বিষয়ক আইনের বিধি-বিধান পর্যালোচনা করে ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দের বিস্ফোরক বিধিমালা রহিতকরণপূর্বক বিস্ফোরক বিধিমালা, ২০০৫ জারি করা হয়।

ভারত সরকার কর্তৃক জারিকৃত গেজেট বিজ্ঞপ্তি নং এম-১২৭২ (১), তারিখ: ২৮-০৯-১৯৩৮ এবং বাংলাদেশ সরকারের প্রজ্ঞাপন নং এস.আর.ও. নং ৩৩ন-আইন/৮৯, তারিখ: ০৩/১০/১৯৮৯ দ্বারা কোনো আধারে সংকুচিত অবস্থায় বা তরল অবস্থায় কোনো গ্যাস রাখা হলে বিস্ফোরক আইন, ১৮৮৪ এর আওতায় উক্ত গ্যাস ভর্তি সিলিন্ডারকে বিস্ফোরক হিসাবে ঘোষণা করা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে গ্যাস সিলিন্ডার বিধিমালা, ১৯৪০ জারি করা হয়। পরবর্তীতে, উক্ত বিধিমালাটি সংশোধনপূর্বক গ্যাস সিলিন্ডার বিধিমালা, ১৯৯১ জারি করা হয়। উক্ত বিধিমালা দ্বারা সকল ধরনের গ্যাস ভর্তি সিলিন্ডার হ্যান্ডলিং কার্যক্রম নিয়ন্ত্রিত হতো। পরবর্তীতে বাংলাদেশে এলপিগিজ কার্যক্রম ও সিএনজি'র কার্যক্রম বৃদ্ধি পাওয়ায় সরকারের নির্দেশে এলপিগিজ ও সিএনজি'র ক্ষেত্রে নিরাপত্তা বিষয়ক আইনকানুন সুনির্দিষ্ট করে বিস্ফোরক আইন, ১৮৮৪ এর আওতায় তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাস (এলপিগিজ) বিধিমালা, ২০০৪ ও সংকুচিত প্রাকৃতিক গ্যাস (সিএনজি) বিধিমালা, ২০০৫ জারি করা হয়।

## ২। বিস্ফোরক পরিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত আইন ও বিধিমালাসমূহঃ

বিস্ফোরক পরিদপ্তর বাণিজ্যিক বিস্ফোরক, প্রাকৃতিক গ্যাস, গ্যাস সিলিন্ডার, গ্যাসাধার, পেট্রোলিয়াম ও অন্যান্য প্রজ্বলনীয় তরল পদার্থ, ক্যালসিয়াম কার্বাইডসহ প্রজ্বলনীয় কঠিন পদার্থ, জারক পদার্থ ইত্যাদি উৎপাদন/তৈরি, আমদানি, প্রক্রিয়াকরণ, পরিবহন/সঞ্চালন, মজুদ ব্যবহার ইত্যাদির নিয়ন্ত্রণ নিম্নলিখিত আইন ও তদধীন প্রণীত বিধিমালাসমূহ প্রয়োগ ও প্রশাসনের মাধ্যমে করে থাকে:

১.	বিস্ফোরক অ্যাক্ট, ১৮৮৪ (১৯৮৭ পর্যন্ত সংশোধিত)	
২.	বিস্ফোরক বিধিমালা, ২০০৪	
৩.	গ্যাস সিলিন্ডার বিধিমালা, ১৯৯১ (২০০৩ পর্যন্ত সংশোধিত)	১. এর আওতায় প্রণীত
৪.	গ্যাসাধার বিধিমালা, ১৯৯৫ (২০০৪ পর্যন্ত সংশোধিত)	
৫.	তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাস (এলপিজি) বিধিমালা, ২০০৪	
৬.	সংকুচিত প্রাকৃতিক গ্যাস (সিএনজি) বিধিমালা, ২০০৫	
৭.	পেট্রোলিয়াম আইন, ২০১৬	
৮.	পেট্রোলিয়াম বিধিমালা, ১৯৩৭ (১৯৮৯ পর্যন্ত সংশোধিত)	৭. এর আওতায় প্রণীত
৯.	কার্বাইড বিধিমালা, ২০০৩	
১০.	প্রাকৃতিক গ্যাস নিরাপত্তা বিধিমালা, ১৯৯১ (২০০৩ পর্যন্ত সংশোধিত)	

## ৩। বিধিবদ্ধ দায়িত্ব :

বিস্ফোরক পরিদপ্তর অনুচ্ছেদ নং ২ এ উল্লিখিত আইনসমূহ ও তদধীন প্রণীত বিধিমালাসমূহ প্রয়োগ ও

প্রশাসনের নিমিত্তে নিম্নরূপ দায়িত্ব পালন করে:

৩.১। **বিস্ফোরক বিধিমালা, ২০০৪:** প্রধানত: বাংলাদেশে তৈল ও গ্যাস অনুসন্ধান কাজে নিয়োজিত দেশীয় ও আন্তর্জাতিক কোম্পানিসমূহ কর্তৃক খনিজ সম্পদ অনুসন্ধান এবং আহরণে ব্যবহার্য বাণিজ্যিক বিস্ফোরক মজুদের ম্যাগাজিনের সাইট, লে-আউট নকশা অনুমোদন, বিস্ফোরক মজুদ বা অধিকারে রাখা, বিস্ফোরক আমদানি, পরিবহনের লাইসেন্স প্রদান করা হয়। তাছাড়াও বিস্ফোরক আইনের অধীনে কোন ধরনের বিস্ফোরক বাংলাদেশে ব্যবহার এবং আমদানি করা হবে, সেবিষয়ে প্রাধিকার প্রদান করা হয়। বিস্ফোরক মজুদের সাইট, লে-আউট নকশা অনুমোদনপূর্বক পরিদর্শন করে লাইসেন্স মঞ্জুর করা হয় এবং সময় সময় (Periodic) লাইসেন্সকৃত ম্যাগাজিন পরিদর্শন করা হয়। তাছাড়া ম্যাগাজিনে ব্যবহার অনোপযোগি বা বিপজ্জনক বিস্ফোরকের পদ্ধতি নির্ধারণ করে বিনষ্টকরণের অনুমতি প্রদান করা হয়।

৩.২। **গ্যাস সিলিন্ডার বিধিমালা, ১৯৯১:** কোনো ধাতব আধারে কোনো গ্যাস সংকুচিত বা তরলীকৃত অবস্থায় থাকলে উক্ত গ্যাসপূর্ণ আধার জানমালের জন্য বিপজ্জনক বিধায় সরকার বিস্ফোরক অ্যাক্ট, ১৮৮৪ এর অধীন গ্যাসপূর্ণ সিলিন্ডারকে বিস্ফোরক মর্মে গণ্য করে প্রজ্ঞাপন জারি করে। পরবর্তীতে, গ্যাস সিলিন্ডার বিধিমালা, ১৯৯১ জারি করা হয়। গ্যাস মজুদ বা পরিবহনের জন্য অনূন্য ৫০০ মিলিলিটার কিন্তু অনোর্ধ্ব ১০০০ লিটার জলধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন কোনো ধাতব আধারকে সিলিন্ডার এর সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে। গ্যাস সিলিন্ডার বিধিমালার অধীন প্রধান কার্যাবলির মধ্যে যেকোনো ধরনের খালি বা গ্যাসপূর্ণ সিলিন্ডার আমদানি, সিলিন্ডারে গ্যাস ভর্তি, গ্যাসপূর্ণ সিলিন্ডার মজুদের জন্য অনুমোদন প্রদান করা হয়। বাংলাদেশে কোন ধরনের বা কোন স্ট্যান্ডার্ড স্পেসিফিকেশনের গ্যাস সিলিন্ডার ও ভাল্ড আমদানি ও ব্যবহার করা হবে, সেমর্মে প্রাধিকার প্রদান করা হয়। গ্যাস সিলিন্ডার নির্মাণ কারখানার অনুমতি প্রদান

করা হয়। প্রতিটি বটলিং প্লান্টে সিলিন্ডার পরীক্ষা কেন্দ্রের অনুমোদন প্রদান করা হয়। গ্যাস সিলিন্ডার নির্মাণ কারখানা, গ্যাসপূর্ণ সিলিন্ডার মজুদাগার, সিলিন্ডার পরীক্ষা কেন্দ্র, গ্যাস ভর্তির বটলিং প্লান্ট নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর পরিদর্শন করা হয়। স্থায়ী গ্যাস, সংকোচিত গ্যাস, তরলীকৃত গ্যাস, বিষাক্ত গ্যাস সহ বিভিন্ন ধরনের গ্যাস সার্ভিসের সিলিন্ডারের পর্যায়বৃত্ত পরীক্ষণের ধরন ও মেয়াদ নির্ধারণ করা হয়।

- ৩.৩। **গ্যাসাধার বিধিমালা, ১৯৯৫:** গ্যাসপূর্ণ ধাতব আধারকে বিস্ফোরক হিসেবে ঘোষণা প্রদান এবং বিস্ফোরক অ্যাক্টের প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার গ্যাসাধার বিধিমালা, ১৯৯৫ জারী করে। ১০০০ লিটারের বেশি জলধারন ক্ষমতাসম্পন্ন কোনো ধাতব আধার যা গ্যাস মজুদ বা পরিবহনের কাজে ব্যবহৃত হওয়ায় তাদেরকে এ বিধিমালায় গ্যাসাধার হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। গ্যাসাধার বিধিমালার আওতায় প্রধান কার্যাবলির মধ্যে গ্যাসাধার আমদানির পারমিট, গ্যাসাধারে গ্যাস মজুদ, রোড ট্যাংকারের মাধ্যমে গ্যাসাধারে গ্যাস পরিবহনের অনুমোদন প্রদান উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া গ্যাসাধারের কতদিন অন্তর কী ধরনের পর্যায়বৃত্ত (Periodic) পরীক্ষণ করা হবে, তা নির্ধারণ করা হয়। গ্যাসাধারে গ্যাস মজুদের লাইসেন্সকৃত স্থাপনা এবং গ্যাস পরিবহন যান সময় সময় পরিদর্শন করা হয়।
- ৩.৪। **তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাস (এলপিজি) বিধিমালা, ২০০৪:** এলপি গ্যাস পূর্বে গ্যাস সিলিন্ডার বিধিমালা, ১৯৯১ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছিল। কিন্তু এলপি গ্যাস ব্যবহার ক্রমাগত বৃদ্ধি পাওয়ায় স্বতন্ত্র বিধিমালা প্রণয়নের প্রয়োজন দেখা দেয়। ফলে, সরকার বিস্ফোরক অ্যাক্টের অধীন তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাস (এলপিজি) বিধিমালা, ২০০৪ জারী করে। এ বিধিমালার আওতায় প্রধান কার্যাবলির মধ্যে আধারে গ্যাস মজুদ ও সিলিন্ডারে গ্যাস ভর্তি, এলপিজি রিফুয়েলিং স্টেশনের অনুমোদন, গ্যাসপূর্ণ সিলিন্ডার মজুদ, রোড ট্যাংকারের মাধ্যমে গ্যাসাধারে এলপি গ্যাস পরিবহনের অনুমোদন প্রদান করা হয়। উক্ত অনুমোদনের পূর্বে মজুদাগার/স্থাপনা/রিফুয়েলিং স্টেশন ও রোড ট্যাংকার পরিদর্শন করা হয়। নির্দিষ্ট মেয়াদান্তে লাইসেন্সকৃত মজুদ স্থাপনা ও এলপিজি পরিবহন যানগুলি পরিদর্শন করা হয়। প্রতিটি এলপিজি বটলিং প্লান্টে সিলিন্ডার পরীক্ষা কেন্দ্রের অনুমোদন প্রদান করা হয়।
- ৩.৫। **সংকুচিত প্রাকৃতিক গ্যাস (সিএনজি) বিধিমালা, ২০০৫:** যানবাহনে প্রচলিত জ্বালানির পাশাপাশি বিকল্প জ্বালানি হিসেবে সিএনজি এর প্রচলন শুরু হওয়ায় সরকার কর্তৃক বিস্ফোরক অ্যাক্টের অধীন সিএনজি বিধিমালা, ২০০৫ জারী করা হয়। এ বিধিমালায় প্রধানতঃ স্বয়ংক্রিয় যানের ইঞ্জিনকে সিএনজি দ্বারা চালানোর রূপান্তর প্রক্রিয়া, রূপান্তর সরঞ্জামাদির মান, সিএনজি রিফুয়েলিং স্টেশন রূপান্তর সরঞ্জাম, সিলিন্ডার ও আনুসঙ্গিক যন্ত্রপাতি আমদানি, সিএনজি রিফুয়েলিং স্টেশনের স্থাপন পদ্ধতি সংক্রান্ত বিষয়গুলো প্রাধান্য পেয়েছে। এ বিধিমালায় সিএনজি রিফুয়েলিং স্টেশনের লে-আউট নকশা অনুমোদন এবং পরিদর্শনপূর্বক নিরাপত্তা বিধিবিধান পরিপালন সাপেক্ষে রিফুয়েলিং স্টেশনের লাইসেন্স প্রদান করা হয়।
- ৩.৬। **পেট্রোলিয়াম বিধিমালা, ১৯৩৭:** পেট্রোলিয়াম অ্যাক্ট, ২০১৬ এবং পেট্রোলিয়াম বিধিমালা, ১৯৩৭ এ পেট্রোলিয়াম অর্থ তরল হাইড্রোকার্বন বা হাইড্রোকার্বনের মিশ্রণ এবং তরল হাইড্রোকার্বন সম্বলিত দাহ্য মিশ্রণ (তরল, আঠালো বা কঠিন) হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। এ বিধিমালার অধীন পেট্রোলিয়াম বা প্রজ্বলনীয় তরল পদার্থ আমদানি, মজুদাগারে মজুদ, পেট্রোলিয়াম ফিলিং স্টেশনের অনুমোদন, স্থল/জলপথে ট্যাংকারে পেট্রোলিয়াম পরিবহন, পেট্রোলিয়াম রিফাইনারি/প্লান্টের লাইসেন্স/অনুমোদন, পেট্রোলিয়াম ট্যাংকারের বজ্রবহ (earthing) পরীক্ষণ এবং পেট্রোলিয়াম তৈলবাহী ট্যাংকারের/স্ক্র্যাপ ভেসেল এর ট্যাংকে লোক প্রবেশ এবং অগ্নিময় কার্যের (hotwork) উপযোগিতা যাচাইপূর্বক গ্যাসমুক্ত পরীক্ষণ সনদ প্রদান করা হয়।
- ৩.৭। **কার্বাইড বিধিমালা, ২০০৩:** ক্যালসিয়াম কার্বাইড প্রজ্বলনীয় কঠিন পদার্থ (Inflammable solid) যা পানির সংস্পর্শে অ্যাসিটিলিন গ্যাস উৎপন্ন করে। উক্ত গ্যাসের প্রজ্বলনীয় বৈশিষ্ট্যের কারণে কার্বাইডের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে পেট্রোলিয়াম অ্যাক্টের অধীন কার্বাইড বিধিমালা, ২০০৩ জারী

করা হয়। এ বিধিমালার অধীন কার্বাইড আমদানি, পরিবহনের অনুমোদন এবং অ্যাসিটিলিন গ্যাস জেনারেশন প্লান্ট এবং তৎসংযুক্ত মজুদাগারে কার্বাইড মজুদের লাইসেন্স প্রদান করা হয়।

৩.৮। **প্রাকৃতিক গ্যাস নিরাপত্তা বিধিমালা, ১৯৯১:** উচ্চ চাপ বিশিষ্ট গ্যাস পাইপলাইনের ডিজাইন, নির্মাণ, পাইপ লাইনের **Route Alignment**, পরীক্ষণ, ক্ষয়রোধ, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত বিষয় নিয়ন্ত্রণের জন্য পেট্রোলিয়াম অ্যাক্টের অধীন প্রাকৃতিক গ্যাস নিরাপত্তা বিধিমালা, ১৯৯১ সরকার কর্তৃক জারি করা হয়। এ বিধিমালার অধীন উচ্চ চাপবিশিষ্ট (প্রতি বর্গ সেন্টিমিটারে ৭ কেজি বা ততোধিক চাপে) প্রাকৃতিক গ্যাস পাইপলাইনের অনুমোদন এবং অনুমোদন অনুসারে স্থাপনের পর চাপসহন ক্ষমতা ও নিশ্চিদ্রতা যাচাই পরীক্ষণ সম্পন্ন করা হলে গ্যাস সঞ্চালনের অনুমতি প্রদান করা হয়।

৪। **দপ্তরের কার্যাবলি:**

৪.১। **লে-আউট, সাইট ও নির্মাণ নকশা নিরীক্ষণ ও অনুমোদন:**

- \* বিস্ফোরক মজুদ প্রাঙ্গণ বা ম্যাগাজিন
- \* সিলিন্ডারে গ্যাস(এলপিগিজি, অক্সিজেন, হাইড্রোজেন, ক্লোরিন, নাইট্রোজেন, কার্বন-ডাই-অক্সাইড, অ্যামোনিয়া) গ্যাস ভর্তির প্লান্ট
- \* গ্যাসপূর্ণ সিলিন্ডার মজুদাগার (এলপিগিজি ও এলপিগিজি ব্যতীত অন্যান্য গ্যাস)
- \* সিএনজি রিফুয়েলিং স্টেশন
- \* এলপিগিজি রিফুয়েলিং স্টেশন (অটো-গ্যাস স্টেশন)
- \* পেট্রোলিয়াম স্থাপনা/ডিপো
- \* পেট্রোলিয়াম মজুদাগার
- \* পেট্রোলিয়াম পরিবহণের ট্যাংকলরি, বিস্ফোরক পরিবহনের রোড ভ্যান, এলপিগিজি পরিবহণের রোড ট্যাংকার,সংকুচিত গ্যাস/ক্রায়োজেনিক তরল পরিবহনের রোড ট্যাংকার
- \* পেট্রোলিয়াম ফিলিং স্টেশন
- \* অ্যাসিটিলিন গ্যাস জেনারেশন প্লান্ট সংযুক্ত/স্বতন্ত্র ক্যালসিয়াম কার্বাইড মজুদাগার

৪.২। **লাইসেন্স প্রদান:**

- \* অনুচ্ছেদ ৪.১ এ উল্লিখিত প্রাঙ্গণ/ইউনিট/যান এর লাইসেন্স প্রদান।
- \* বিস্ফোরক আমদানির লাইসেন্স/পারমিট
- \* বিস্ফোরক পরিবহনের লাইসেন্স
- \* গ্যাস সিলিন্ডার আমদানির লাইসেন্স
- \* গ্যাসাধার আমদানির পারমিট

৪.৩। **অনুমোদন প্রদান:**

- \* পেট্রোলিয়াম রিফাইনারি/ব্লেন্ডিং প্লান্টের অনুমোদন
- \* পর্যাবৃত্ত পরীক্ষণের জন্য সিলিন্ডার পরীক্ষা কেন্দ্রের অনুমোদন
- \* সিলিন্ডার নির্মাণ কারখানার অনুমোদন
- \* উচ্চচাপ গ্যাস পাইপলাইনের গ্যাস সঞ্চালনের অনুমোদন

৪.৪। **অনাপত্তি প্রদান:**

- \* সিএনজি কিট ও যন্ত্রপাতি আমদানি
- \* পেট্রোলিয়াম শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত প্রজ্বলনীয় তরল আমদানি
- \* ক্যালসিয়াম কার্বাইড আমদানি
- \* পটাশিয়াম ক্লোরেট, রেড ফসফরাস, সালফার, অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট, পটাশিয়াম নাইট্রেট, সোডিয়াম নাইট্রেট, নাইট্রোসেলুলোজ আমদানি

৫। পরীক্ষণ:

১. বিস্ফোরক পরিদপ্তরের নিজস্ব পরীক্ষাগারে বিস্ফোরক, বোমাজাতীয় আলামত পরীক্ষণ।
২. বিস্ফোরক ম্যাগাজিন, পেট্রোলিয়াম ডিপো ও গ্যাসাধারের বজ্রবহ পরীক্ষণ।
৩. উচ্চচাপ গ্যাস পাইপ লাইনের ক্ষয়রোধ ব্যবস্থা, চাপসহন ক্ষমতা ও নিশ্চিদ্রতা পরীক্ষণ।
৪. পেট্রোলিয়াম তৈলবাহী ট্যাংকারের ট্যাংকে লোক প্রবেশ ও অগ্নিময় কার্যের উপযোগিতা যাচাই/পরীক্ষণ।

৬। অনুমতি/সম্মতি প্রদান:

- \* বিস্ফোরক ম্যাগাজিনে ব্যবহারের অনুপযোগী বা বিপজ্জনক বিস্ফোরকের বিনষ্টকরণ প্রক্রিয়া/পদ্ধতি নির্ধারণ ও বিনষ্টকরণের সম্মতি প্রদান।
- \* বাংলাদেশে খনিজ পদার্থ অনুসন্ধান, চূনাপাথর ও কয়লা খনিতে বিস্ফোরক ব্যবহারকারি শূটারদের প্রশিক্ষণ ও পরীক্ষা গ্রহণপূর্বক সনদপত্র প্রদান করা হয়।

৭। পরিদর্শন:

- \* বিস্ফোরক তৈরির কারখানা, মজুদের ম্যাগাজিন, পরিবহন যান ও ব্যবহারের ক্ষেত্র ইত্যাদি।
- \* গ্যাস সিলিন্ডার/গ্যাসাধার নির্মাণ কারখানা, সিলিন্ডার/গ্যাসাধারে গ্যাস ভর্তির স্টেশন, গ্যাসপূর্ণ সিলিন্ডার মজুদাগার, গ্যাসাধার স্থাপনা, সিলিন্ডার পরীক্ষা কেন্দ্র ইত্যাদি।
- \* গ্যাস ফিল্ড, প্রাকৃতিক গ্যাস প্রক্রিয়াকরণ প্লান্ট, উচ্চচাপ গ্যাস পাইপ লাইনে কম্পেসার ও রেগুলেটর স্টেশন, চাপ প্রশমন ব্যবস্থা, ভল্লস্টেশন, গ্যাস পাইপ লাইনের ক্ষয়রোধ ব্যবস্থা ইত্যাদি।
- \* পেট্রোলিয়াম উৎপাদন কেন্দ্র, পেট্রোলিয়াম শোধনাগার, পেট্রোলিয়াম মিশ্রণাগার, পেট্রোলিয়ামসহ প্রজ্বলনীয় তরল পদার্থ মজুদ স্থাপনা/মজুদাগার, পেট্রোলিয়াম ডিপো, পেট্রোলিয়াম পরিবাহী যান/অয়েল ট্যাংকার ইত্যাদি
- \* ক্যালসিয়াম কার্বাইড মজুদাগার ও উহা হতে উৎপন্ন এ্যাসিটিলিন গ্যাস প্লান্ট ইত্যাদি, এবং
- \* উপরোল্লিখিত পদার্থ ছাড়া অন্যান্য বিপজ্জনক পদার্থ, যেমন-পটাশিয়াম ক্লোরেট, ফসফরাস, সালফার ইত্যাদি মজুদাগার, ব্যবহার ও উৎপাদন কেন্দ্র, যেমন-ম্যাচ ফ্যাক্টরী, কেমিক্যাল প্লান্ট ইত্যাদি পরিদর্শন।

৮। তদন্তানুষ্ঠান:

- \* বিস্ফোরক, গ্যাস সিলিন্ডার, গ্যাসাধার, গ্যাস পাইপলাইন বা উহার আনুষঙ্গিক স্থাপনাদি, পেট্রোলিয়ামসহ প্রজ্বলনীয় তরল পদার্থ বা অন্যকোনো বিপজ্জনক পদার্থ হতে সৃষ্ট দুর্ঘটনার কারিগরি তদন্ত করা।

৯। বিশেষজ্ঞ হিসেবে দায়িত্ব পালন:

- \* ১৯০৮ সালের বিস্ফোরক দ্রব্য অ্যাক্ট ও ১৮৭৮ সালের আর্মস অ্যাক্টের অধীন মামলার বোমাজাতীয় আলামত পরীক্ষা এবং বিশেষজ্ঞের মতামত প্রদান।
- \* ১৮৭৮ সালের আর্মস অ্যাক্টের অধীন কতিপয় লাইসেন্স প্রদান সংক্রান্ত ব্যাপারে জেলা প্রশাসন ও পুলিশ কর্তৃপক্ষকে বিশেষজ্ঞের সেবা প্রদান।

১০। উপদেষ্টার সেবা প্রদান:

- \* জন-নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের উদ্দেশ্যে বিপজ্জনক পদার্থ (বিস্ফোরক, গ্যাস, পেট্রোলিয়ামসহ প্রজ্বলনীয় তরল পদার্থ, এলপিগিজ, ক্যালসিয়াম কার্বাইডসহ প্রজ্বলনীয় কঠিন পদার্থ, জারকপদার্থ ইত্যাদি) সংক্রান্ত নিরাপত্তা (safety) আইন ও বিধি-বিধান প্রণয়ন/সংশোধনের বিষয়ে সরকারের নিকট প্রস্তাব প্রেরণ।
- \* বিপজ্জনক পদার্থের নিরাপত্তা বিধি-বিধান প্রণয়ন ও হালনাগাদ করার লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক ও বিদেশী সংস্থার সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা।
- \* রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ, বন্দর কর্তৃপক্ষ, বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ, গ্যাস বিতরণ ও বিপণন কোম্পানি প্রভৃতি সংস্থাকে বিপজ্জনক পদার্থের নিরাপদ ব্যবহার, হ্যান্ডলিং, মজুদ ও পরিবহনের ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ পরামর্শ প্রদান।

১১। জনবল ও সাংগঠনিক কাঠামো:

বিস্ফোরক পরিদপ্তর বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের একটি সংযুক্ত দপ্তর। এ দপ্তরের প্রধান

কার্যালয় প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মহাকরণ সচিবালয়, ফেজ-২, সেগুনবাগিচা, ঢাকায় অবস্থিত। প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক, বাংলাদেশ বিস্ফোরক পরিদপ্তরের দপ্তর প্রধান। দপ্তরের মোট জনবল ১০৪ জন। তার মধ্যে প্রথম শ্রেণির পদ ৩১টি, ২য় শ্রেণির পদ ০২, ৩য় শ্রেণির পদ ৪৮টি ও চতুর্থ শ্রেণির ২৩টি পদ রয়েছে।

বিস্ফোরক পরিদপ্তরের পাঁচটি বিভাগীয় অফিস চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী ও সিলেটে অবস্থিত। বরিশাল বিভাগের অফিসের কার্যক্রম সাময়িকভাবে খুলনা বিভাগীয় অফিসে অস্থায়ীভাবে পরিচালিত হচ্ছে।

বিস্ফোরক পরিদপ্তরের বিধিবদ্ধ কাজের পরিধি ক্রমাগত বৃদ্ধি পাওয়ায় ২৯০টি পদ সৃষ্টির প্রস্তাব ও সাংগঠনিক কাঠামো পুনর্বিন্যাসের প্রস্তাব প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। প্রস্তাবটি অনুমোদন হলে নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধানের সঠিক প্রয়োগ ও প্রশাসন এবং দপ্তরের তদারকি বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে।

## ১২। রাজস্ব আয় ও ব্যয়:

বিস্ফোরক পরিদপ্তর রাজস্ব আদায়কারী প্রতিষ্ঠান নয়। অনুচ্ছেদ নং ২ এ বর্ণিত নিরাপত্তা আইন ও বিধিমালাসমূহের প্রশাসনের মাধ্যমে জনসাধারণের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এ দপ্তরের মূল লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য। যদি এ দপ্তরটি সফলতার সাথে কর্তব্য সম্পাদন করতে পারে, তবে মানব জীবন ছাড়াও কোটি কোটি টাকার সম্পদ বিনষ্ট হওয়ার হাত হতে রক্ষা পেতে পারে। অধিকন্তু, লাইসেন্স ফি ও অন্যান্য প্রকার ফি হিসেবে এ দপ্তর একটি উল্লেখযোগ্য অংকের রাজস্ব উপার্জন করে থাকে। আয় ব্যয়ের হিসেবে বর্তমানে এ দপ্তর একটি স্বয়ম্বর সংস্থা।

## বিস্ফোরক পরিদপ্তর কর্তৃক ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের আয় ও ব্যয়ের পরিসংখ্যান নিম্নরূপ:

অর্থ বছর	আয় (টাকা)	ব্যয় (টাকা)
২০১৭-২০১৮	৮,০১,৮৯,০০০/-	৫,৮৫,৯২,০০০/-

## ১৩। ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের কার্যক্রম:

ক্রমিক সংখ্যা	সম্পাদিত কাজের বিবরণ	অর্থ বৎসর ২০১৭-২০১৮
০১	প্রাপ্ত পত্রাদির সংখ্যা	৪৬,০৮৬
০২	জারিকৃত পত্রাদির সংখ্যা	৪৮,৬৫৯
০৩	বোমাজাতীয় আলামত পরীক্ষান্তে বিশেষজ্ঞ হিসেবে মতামত প্রদানের প্রতিবেদনের সংখ্যা	৪৮৮
০৪	ম্যাগাজিনে বিস্ফোরক মজুদের জন্য লাইসেন্স মঞ্জুরের সংখ্যা (২২ ফরমে)	৫
০৫	শর্ট ফায়ারার্স এর পারমিট মঞ্জুর	৮
০৬	আমদানিকৃত এলপিগিজ সিলিন্ডারের সংখ্যা	৩৯,৬৪,৭২৮
০৭	আমদানিকৃত কম্পোজিট এলপিগিজ সিলিন্ডারের সংখ্যা	-
০৮	আমদানিকৃত এলপিগিজ ব্যতীত অন্যান্য সিলিন্ডারের সংখ্যা	৩,৬৬,২৯০
০৯	সিএনজি কিটস্ ও যন্ত্রপাতি আমদানির অনাপত্তিপত্রের সংখ্যা	১৭
১০	অনুমতিপ্রাপ্ত দেশে তৈরি এলপিগিজ সিলিন্ডার বাজারজাতকরণের সংখ্যা	১১,০৪,৩৪৫
১১	সিলিন্ডার পরীক্ষণ কেন্দ্রের সংখ্যা	৬
১২	সিলিন্ডারে গ্যাস ভর্তির মঞ্জুরকৃত লাইসেন্সের সংখ্যা ('ঙ' ফরমে)	৬
১৩	এলপিগিজ সিলিন্ডার নির্মাণ কারখানা	৪
১৪	গ্যাসাধারে গ্যাস মজুদের জন্য মঞ্জুরকৃত লাইসেন্সের সংখ্যা ('ঘ' ফরমে)	১৪
১৫	এলপিগিজ সিলিন্ডার মজুদের লাইসেন্সের সংখ্যা ('চ' ফরমে)	১,০৮৪
১৬	রেটিকুলেটেড পদ্ধতিতে এলপিগিজ সিলিন্ডার মজুদের লাইসেন্সের সংখ্যা ('ঞ' ফরমে)	৮
১৭	গ্যাসাধারে এলপিগিজ ব্যতীত অন্যান্য গ্যাস পরিবহনের লাইসেন্সের সংখ্যা ('গ' ফরমে)	৯
১৮	গ্যাসাধারে এলপিগিজ পরিবহনের লাইসেন্সের সংখ্যা ('জ' ফরমে)	৪৯
১৯	বিস্ফোরক আমদানির লাইসেন্সের সংখ্যা	১৭
২০	বিস্ফোরক পরিবহনের লাইসেন্সের সংখ্যা	১৫



২১	ফ্যাক্টরী/ইন্ডাস্ট্রিজ এ কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহারের নিমিত্তে সালফার আমদানির পরিমাণ (অনাপত্তির সংখ্যা ৩৩৬)	৫১,৩৭৬.৪৫৩ মেট্রিক টন
২২	গ্যাসাধার আমদানির সংখ্যা (পারমিট ৭৪টি)	১৬৩
২৩	ক্যালসিয়াম কার্বাইড আমদানির পরিমাণ (অনাপত্তিপত্রের সংখ্যা ২৭টি)	১,৮২৬.১০ মেট্রিক টন
২৪	নন-স্ট্যান্ডার্ড সিলিন্ডারে গ্যাস ভর্তির সংখ্যা (অনুমতিপত্রের সংখ্যা ৭০টি)	৪৩৬
২৫	পেট্রোলিয়াম মজুদের মঞ্জুরকৃত লাইসেন্সের সংখ্যা ('কে', 'এল', 'এম' এবং 'জে' ফরমে)	৪৫৪
২৬	এম/এল ফরম লাইসেন্সের অধীন প্রজ্বলনীয় তরল পদার্থ (কেমিক্যাল) আমদানির অনাপত্তি প্রদানের সংখ্যা	৩,৩৪২
২৭	স্থলপথে পেট্রোলিয়াম পরিবহনের জন্য মঞ্জুরকৃত লাইসেন্সের সংখ্যা ('ও' ফরমে)	৮৪
২৮	জলপথে বাল্কে পেট্রোলিয়াম পরিবহনের জন্য মঞ্জুরকৃত লাইসেন্সের সংখ্যা ('এন' ফরমে)	১৫
২৯	ভাসমান বার্জে পেট্রোলিয়াম মজুদের জন্য মঞ্জুরকৃত লাইসেন্সের সংখ্যা (স্পেশাল ফরমে)	৩
৩০	লাইসেন্সকৃত প্রাক্ষণ/রিফুয়েলিং স্টেশন/স্থাপনা/জলযান/স্থলযান ইত্যাদি পরিদর্শনের সংখ্যা	১,৭২৫
৩১	পেট্রোলিয়াম ট্যাঙ্কে মানুষ প্রবেশ ও অগ্নিময় কাজের উপযোগিতা যাচায়ের উদ্দেশ্যে পরীক্ষিত ট্যাঙ্কের সংখ্যা	১১,০০৯
৩২	গ্যাস পাইপ লাইন স্থাপনের অনুমোদনের সংখ্যা	৯১
৩৩	অনুমোদিত গ্যাস পাইপ লাইনে গ্যাস সঞ্চালনের অনুমোদনের সংখ্যা	৭১

### ১৪। আইন/বিধিমালা (Statutory Instrument) হালনাগাদকরণঃ-

- (ক) ১৯৩৪ সালের পেট্রোলিয়াম আইনকে অধিকতর সংশোধন/সংযোজন করে পেট্রোলিয়াম আইন ২০১৬ হিসেবে মহান জাতীয় সংসদে পাশ হয়েছে।
- (খ) পেট্রোলিয়াম বিধিমালা, ১৯৩৭কে অধিকতর সংশোধন/সংযোজন ও যুগোপযোগি করে বর্ধিত আকারে জারির অপেক্ষায় আছে।
- (গ) তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাস (এলপিগিজ) বিধিমালা, ২০০৪ সংশোধন করে হালনাগাদ করা হয়েছে, যা চূড়ান্ত গেজেট আকার প্রকাশ করা হয়েছে, যাতে রেটিকুলেটেড পদ্ধতি ও যানবাহনে এলপিগিজ রূপান্তর কার্যক্রম, রূপান্তর সরঞ্জামাদির মান, সিলিন্ডার ও টেকনোলজি অন্তর্ভুক্ত করে বিধিমালাটি আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন করা হয়েছে।
- (ঘ) এমোনিয়া নাইট্রেট একটি বিস্ফোরক। উক্ত রাসায়নিক পদার্থটি মজুদ, উৎপাদন, ব্যবহার ও পরিবহনের জন্য উপমহাদেশীয় বিধির আলোকে একটি বিধিমালা প্রণয়ন করে আইন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে এবং প্রাক-প্রকাশের জন্য চূড়ান্ত অবস্থায় আছে।
- (ঙ) এল.এন.জি আমদানি, মজুদ, পরিবহনের জন্য সরকার ইতোমধ্যে মহেশখালীতে টার্মিনাল ও পাইপলাইন নির্মাণের কাজ হাতে নিয়েছে। উক্ত স্থানে নিরাপদ মজুদ, পরিবহন ও ব্যবহারের জন্য একটি বিধিমালা প্রণয়ন করার কাজ এ দপ্তরে প্রক্রিয়াধীন।
- (চ) গ্যাসাধার ও সিলিন্ডার এর ৪টি আন্তর্জাতিক স্ট্যান্ডার্ড স্পেসিফিকেশনকে বাংলাদেশে প্রয়োগের জন্য অনুমোদন।

### ১৫। অন্যান্য অর্জন:

- (ক) বিস্ফোরক পরিদপ্তরকে শক্তিশালী ও পুনঃগঠনের জন্য ১.৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পরামর্শক নিয়োগ করা হয়েছে।
- (খ) বিস্ফোরক পরিদপ্তরের কোনো নিজস্ব ভূ-সম্পত্তি ছিল না। সম্প্রতি গণপূর্ত অধিদপ্তর হতে ঢাকা মহানগরের আগারগাঁও- এ ১০ কাঠার একটি প্লট পাওয়া গিয়েছে।
- (গ) ফাইবার গ্লাস নির্মিত সিলিন্ডারে এলপিগিজ ভর্তির অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে।
- (ঘ) ফাইবার গ্লাস দ্বারা এলপিগিজ সিলিন্ডার তৈরির একটি প্ল্যান্ট অনুমোদন করা হয়েছে।

১৬। বিদেশে প্রশিক্ষণ:

- (ক) ৬ (ছয়) জন কর্মকর্তা/কর্মচারী মালয়েশিয়ায় অনুষ্ঠিত “Liquefied Petroleum Gas (LPG) & Petroleum and Flammable Liquids Storage, Transportation, Usages, Safety & Technology” শীর্ষক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেছেন।
- (খ) ১ (এক) জন কর্মকর্তা থাইল্যান্ডে অনুষ্ঠিত “Annual Performance Evaluation and Management” শীর্ষক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেছেন।
- (গ) ১ (এক) জন কর্মকর্তা মালয়েশিয়ায় অনুষ্ঠিত “Annual Performance Agreement and National Integrity Strategy in Gas Industry” শীর্ষক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেছেন।

১৭। দুর্ঘটনার তদন্ত:

গ্যাস পাইপলাইন, এলপিগি এবং এলপিগি ব্যতীত অন্যান্য গ্যাস সিলিন্ডার, পেট্রোলিয়াম, সিএনজি সংক্রান্ত সংঘটিত দুর্ঘটনার তদন্ত করা হয়েছে। দুর্ঘটনার স্থান, কারণ এবং ক্ষয়ক্ষতির বিবরণ নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

ক্রমিক নং	শিরোনাম	দুর্ঘটনার স্থান	দুর্ঘটনার কারণ	ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ
০১	পাইপলাইন সংক্রান্ত দুর্ঘটনা	নারায়ণগঞ্জ জেলার বৃপগঞ্জ থানাধীন ইছাপুর বাজার, কামারপাড়া টেকনর্দা গ্রাম।	সিলিন্ডার, রেগুলেটর ও ভাল্ব সম্পূর্ণ অক্ষত ছিল। গ্যাসের চুলার সুইচ চালু বা পাইপ লিকেচের মাধ্যমে সম্ভবত ঘরে গ্যাস জমা হয়ে থাকতে পারে। এবং কেরোসিন কুপি নিয়ে উক্ত কক্ষে ঢুকানোর সাথে সাথে কক্ষে জমে থাকা গ্যাস কুপি বাতির সংস্পর্শে এসে আগুনের ফ্ল্যাশ বা ঝলকের সৃষ্টি করে। তাতে যে উত্তাপ সৃষ্টি হয় উক্ত উত্তাপে ফুলবানুর শরীর আগুনে ঝলসে যায়। শিশু শ্রাবণ ফুলবানুর পিছনের দিকে দরজার কাছাকাছি থাকায় তার শরীরে আগুনের ঝলক অপেক্ষাকৃত কম লেগেছে। ফলে তার পায়ের অংশে বেশি ঝলসে গিয়েছে।	আগুনের ঝলক থেকে যে উত্তাপ সৃষ্টি হয় উক্ত উত্তাপে ফুলবানুর শরীরে আগুনে ঝলসে যায়। শিশু শ্রাবণ ফুলবানুর পিছনের দিকে দরজার কাছাকাছি থাকায় তার শরীরে আগুনের ঝলক অপেক্ষাকৃত কম লেগেছে। ফলে তার পায়ের অংশে বেশি ঝলসে গিয়েছে।
০২	এলপিগি সংক্রান্ত দুর্ঘটনা	গাজীপুর জেলার কালিয়াকৈর থানাধীন জামালপুর প্রত্যন্ত অঞ্চলে অবস্থিত এফ এস কসমেটিকস কোং লিমিটেড এর কারখানা।	আলোচ্য কারখানায় দাহ্য তরল পদার্থ কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহৃত হয়। কারখানাটির যে স্থানে অগ্নিদুর্ঘটনার উৎপত্তি হয়েছে মর্মে আশে পাশের প্রত্যক্ষদর্শীদের নিকট থেকে জানা যায়, সে স্থানে বৈদ্যুতিক একধিক মোটর স্থাপিত ছিল। মোটরের সাথে যুক্ত বৈদ্যুতিক তার এবং সার্কিট অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণভাবে স্থাপিত থাকায় বৈদ্যুতিক শর্টসার্কিটের কারণে দাহ্য তরলপদার্থে আগুন ধরে দুর্ঘটনাটি ঘটতে পারে বলে ধারণা করা হয়।	একজন মহিলা শ্রমিক ঘটনাস্থানেই নিহত হয় এবং দশজন শ্রমিক অগ্নিদগ্ধ হয়। অসংখ্য ক্যান, উৎপাদিত পণ্যভর্তি কার্টুন ও প্লাস্টিক কন্টেইনার পুড়ে যায়।

০৩	এলপিজি সংক্রান্ত দুর্ঘটনা	চট্টগ্রাম জেলার খুলশী থানাধীন ১৫৭/১৫৮, গরীবউল্লাহ আবাসিক এলাকায় গোলাম মহিউদ্দিন ভবনের দ্বিতীয় তলায়	এলপি গ্যাসপূর্ণ সিলিন্ডারের সহিত সংযুক্ত রেগুলেটরসহ প্লাস্টিকের পাইপ কাটিয়া রেগুলেটরের সুইচ অন করিবার কারণে শয়ন কক্ষে গ্যাস নিঃসৃত হয় এবং গ্যাস শয়ন কক্ষে ছড়াইয়া পড়ে। শয়ন কক্ষের দরজা ও জানালা বন্ধ থাকিবার কারণে নিঃসৃত গ্যাস বাহিরে প্রবাহিত হইতে পারে নাই। গৃহকর্মা শয়ন কক্ষে দিয়াশলাইয়ের কাঠিতে আগুন জ্বালানোর সঙ্গে সঙ্গে শয়ন কক্ষে জমিয়া থাকা গ্যাসের সংস্পর্শে আসিয়া অগ্নি স্ফুলিঙ্গ সৃষ্টি হয় এবং দুর্ঘটনাটি সংঘটিত হয়। শয়ন কক্ষে থাকা মা ও মেয়ে গুরুতর অগ্নিদগ্ধ হয়	বিস্ফোরণ ও অগ্নি-দুর্ঘটনার ফলে শয়ন কক্ষের জানালা বিধ্বস্ত হয় এবং মা ও মেয়ে গুরুতর অগ্নিদগ্ধ হন।
০৪	এলপিজি সংক্রান্ত দুর্ঘটনা	চট্টগ্রাম জেলার চন্দনাইশ থানাধীন আরকান রো, গাছবাড়ীয়া জোয়ারা রাস্তার মাথা, বদুরপাড়ায়	বিভিন্ন কোম্পানীর ৪৫/৩৫/৩৩ কেজি (বড়) এল.পি গ্যাসপূর্ণ সিলিন্ডার হইতে ১২ কেজি (ছোট) সিলিন্ডারে এল.পি.গ্যাস রিফিল/ভর্তি করিবার সময় সিলিন্ডার হইতে গ্যাস নিঃসৃত হইয়া বিল্ডিং এর পিছনের কক্ষে ছড়াইয়া পড়ে। উক্ত কক্ষের দরজা বন্ধ ও বায়ু চলাচল/ভেন্টিলেশন এর ব্যবস্থা না থাকিবার কারণে নিঃসৃত গ্যাস বাহিরে প্রবাহিত হইতে পারে নাই। বড় সিলিন্ডার হইতে ছোট সিলিন্ডারে গ্যাস ভর্তির কাজে নিয়োজিত ৪ (চার) জন্য কর্মচারীর মধ্যে একজন কর্মচারী সিগারেট জ্বালানোর উদ্দেশ্যে দিয়াশলাইয়ের কাঠিতে আগুন জ্বালানোর সঙ্গে সঙ্গে উক্ত কক্ষে জমিয়া থাকা গ্যাসের সংস্পর্শে আসিয়া অগ্নিস্ফুলিঙ্গের সৃষ্টি হয় এবং দুর্ঘটনাটি সংঘটিত হয়। গ্যাস রিফিল/ভর্তির কাজে নিয়োজিত ৪ (চার) জন কর্মচারী গুরুতর অগ্নিদগ্ধ হয়।	বিস্ফোরণ ও অগ্নি দুর্ঘটনার ফলে বিল্ডিং এর সম্পূর্ণ অংশ বিধ্বস্ত হয় এবং ৪(চার) জন কর্মচারী অগ্নিদগ্ধ হয়।
০৫	এলপিজি সংক্রান্ত দুর্ঘটনা	চট্টগ্রাম জেলার রাজুনিয়া থানার অন্তর্গত মরিয়মনগর, চৌমুহনী বাজারে	বসুন্ধরা কোম্পানীর ৩০ কেজি (বড়) এল.পি গ্যাসপূর্ণ সিলিন্ডার হইতে বিভিন্ন কোম্পানীর ১২ কেজি (ছোট) সিলিন্ডারে এল.পি.গ্যাস রিফিল/ভর্তি করিবার সময় সিলিন্ডার হইতে গ্যাস নিঃসৃত হইয়া বিল্ডিং এর ভূ- গর্ভস্থ কক্ষে/রুমে	বিস্ফোরণের ফলে বিল্ডিংটির ভূ-গর্ভস্থ (নীচ তলায়) তিনটি কক্ষ/রুম সম্পূর্ণ অংশ বিধ্বস্ত হয় এবং ১(এক) জন কর্মচারী অগ্নিদগ্ধ

			ছড়াইয়া পড়ে। উক্ত কক্ষের দরজা বন্ধ ও বায়ু চলাচল/ভেন্টিলেশন এর ব্যবস্থা না থাকিবার কারণে নিঃসৃত গ্যাস বাহিরে প্রবাহিত হইতে পারে নাই। বড় সিলিন্ডার হইতে ছোট সিলিন্ডারে গ্যাস ভর্তির কাজে নিয়োজিত ১ (এক) জন কর্মচারীর সিগারেট জ্বালানোর উদ্দেশ্যে দিয়াশলাইয়ের কাঠিতে আগুন জ্বালানোর সঙ্গে সঙ্গে উক্ত কক্ষে জমিয়া থাকা গ্যাসের সংস্পর্শে আসিয়া অগ্নিস্ফুলিঞ্জের সৃষ্টি হয় এবং দুর্ঘটনাটি সংঘটিত হয়। গ্যাস রিফিল/ভর্তির কাজে নিয়োজিত ১ (এক) জন কর্মচারী গুরুতর অগ্নিদগ্ধ হয়।	হয়।
০৬	এলপিজি সংক্রান্ত দুর্ঘটনা	খুলনা মহানগরীর সদর থানাধীন ৪৮/৩, আহসান আহমেদ রোডে “নিউ রোস্টার কিং” নামক ফাস্ট ফুডের দোকানে	দোকান মালিকের ছেলে, দোকানের কর্মচারী ও আশে পাশের লোকজনের মন্তব্য এবং সিলিন্ডার/চুলা ও অগ্নিদূর্ঘনা কবলিত রান্নাঘরের অবস্থা দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, রেগুলেটর অন থাকায় সিলিন্ডারের ভাল্বের রাবারের কোনো অংশ দিয়ে অথবা রেগুলেটরের সংযোস্থলের পাইপের কোনো অংশের ছিদ্র দিয়ে গ্যাস বের হচ্ছিল। চুলার সুইচ অন করার সঙ্গে সঙ্গে দাহ্য গ্যাসে আগুন ধরে যায়। ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা প্রথম দফায় আগুন নিভানোর পরে হয়তো রান্না ঘরের কোনো অংশে অগ্নি বা অগ্নি স্ফুলিঞ্জ ছিল এবং সিলিন্ডারের রেগুলেটর বন্ধ না করায় গ্যাস বেরিয়ে পুনরায় আগুন ধরে যায়। যার ফলে সেখানে অবস্থানরতরা অগ্নিদগ্ধ হয়।	৭/৮ জন লোক অগ্নিদগ্ধ হয় যাদের খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসা প্রদান করা হয়।
০৭	পাইপলাইন সংক্রান্ত দুর্ঘটনা	ময়মনসিংহ জেলার ভালুকা থানাধীন চেয়ারম্যান বাড়ী নামক স্থানে ৬ষ্ঠ তলা ভবন।	তৃতীয় তলায় বিস্ফোরণের তীব্রতা ও লক্ষণ থেকে অনুমান করা যায়, দাহ্য গ্যাস নিঃসৃত হয়ে পুরো ভবনে ছড়িয়ে গেলে রাতের বেলায় দরজা জানালাগুলো বন্ধ থাকায় উক্ত ফ্ল্যাটটিতে গ্যাস বাতাসের সাথে মিশ্রিত হয়ে বিস্ফোরক মিশ্রণ তৈরি করে এবং ডাইনিং রুমে বসে তৌহিদুল ইসলাম ল্যাপটপ ব্যবহার করার সময় ল্যাপটপের সংযোগ	বিস্ফো বিস্ফোরণে খুলনার প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের চারজন ছাত্র যারা ঐ ফ্ল্যাটে বসবাস করতেন, তাদের একজন তৌহিদুল ইসলাম ঘটনাস্থলেই মৃত্যুবরণ করেন এবং দীপ্ত সরকার,

			<p>প্লাগের মধ্যে স্পার্ক এর কারণে অথবা অন্য কোন স্পার্ক বা আগুনের সংস্পর্শে বিস্ফোরণ সূত্রপাত ঘটে।</p> <p>অবস্থাদৃষ্টে দুর্ঘটনাটি গ্যাস বিস্ফোরণের কারণে সংঘটিত হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে প্রতিয়মান হয়।</p>	<p>শাহিন মিয়া ও হাফিজুর রহমান মারাত্মকভাবে অগ্নিদগ্ধ হন। পরবর্তীতে উক্ত ২ (দুই) জনও মৃত্যুবরণ করেন।</p>
০৮	পাইপলাইন সংক্রান্ত দুর্ঘটনা	ঢাকা মহানগরের মোহাম্মদপুর থানাধীন লালমাটিয়াস্থ আবাসিক এলাকার ব্লক-এ এর ৫/৫ নং ভবন।	<p>চুলাটির নব যথাযথভাবে বন্ধ করা হয়নি অথবা দীর্ঘকাল যাবত ব্যবহারের কারণে পুরাতন নবটি যথাযথভাবে গ্যাস নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হওয়ার কারণে গ্যাস নির্গত হয়ে আবদ্ধ কক্ষে জমা হয়। দুর্ঘটনা কবলিত অগ্নিদগ্ধ মহিলার হাতে জ্বলন্ত মোমবাতির আগুন আবদ্ধ কক্ষে জমিয়া থাকা গ্যাসের সংস্পর্শে আসার কারণে অগ্নি দুর্ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়।</p>	<p>জ্বলন্ত মোমবাতি হাতে নিয়ে উক্ত আবদ্ধ কক্ষের তালা খোলার সাথে সাথে সমস্ত কক্ষে আগুন ধরে যায় এবং তিনি নিজে অগ্নিদগ্ধ হয়। দুর্ঘটনার অগ্নিদগ্ধ বেলালের স্ত্রী কে ঢাকা মেডিকেল কলেজের বার্ন ইউনিটে ভর্তি করা হয়েছে তার শরীরের শতকরা ৪০ ভাগ আগুনে পুড়ে যায়। পরবর্তীতে উক্ত মহিলা মৃত্যুবরণ করেন।</p>
০৯	পাইপলাইন সংক্রান্ত দুর্ঘটনা	চট্টগ্রাম জেলার ইপিজেড থানাধীন ফ্রি পোর্ট নিউমুরিং এলাকার জসিম বিল্ডিংয়ের নিচতলায় একটি স্টোর রুম।	<p>প্রাকৃতিক গ্যাস পাইপ লাইনে সাথে অবৈধভাবে সংযুক্ত গেইট ভাঙ্গ ভুলবশত: বন্ধ না করিবার কারণে পাইপলাইন হইতে গ্যাস নিঃসৃত হয় এবং উক্ত গ্যাস স্টোর রুমে ছড়াইয়া পড়ে। স্টোর রুমে বায়ু চলাচল/ভেন্টিলেশনের ব্যবস্থা না থাকিবার কারণে পাইপ লাইন হইতে নিঃসৃত গ্যাস বাহিরে প্রবাহিত হইতে পারে নাই। ভবনের ইনচার্জ স্টোর রুমের লোহার দরজা খুলবার সাথে সাথে বিকট শব্দে বিস্ফোরণ হয়। বিস্ফোরণের ফলে স্টোর রুমের দরজা- জানালা ও একটি দেওয়াল ভেঙ্গে চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যায়। ন্যাচারাল গ্যাসের চাপ অন্য গ্যাসের তুলনায় অনেক বেশী। স্টোর রুমের লোহার দরজা খুলিবার সময় ঘর্ষণে স্পার্ক সৃষ্টি হইয়া স্টোর রুমে জমে</p>	<p>বিস্ফোরণ অগ্নি-দুর্ঘটনার ফলে স্টোর রুমটি বিধ্বস্ত হয় এবং ৬ (ছয়) জন লোক গুরুতর অগ্নিদগ্ধ হন।</p>

			থাকা গ্যাসের সংস্পর্শে আসিয়া অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ সৃষ্টি হয় এবং দুর্ঘটনাটি সংঘটিত হয়।	
১০	এলপিজি ব্যতীত অন্যান্য গ্যাস সংক্রান্ত দুর্ঘটনা।	বরগুনা জেলার বেতাগী উপজেলাধীন বেতাগী বাসস্ট্যান্ডে দোতলা ভবনের নিচতলায় অবস্থিত	সহ ক্ষমতার অতিরিক্ত চাপে অথবা চাপ সহন ক্ষমতা হ্রাস পাওয়ার কম্প্রসর সংযুক্ত এয়ার ট্যাংকটি বিস্ফোরিত হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়	উল্লেখযোগ্য কোনো ক্ষয়-ক্ষয়ক্ষতি বা কেউ আহত-নিহত হয়নি।
১১	এলপিজি ব্যতীত অন্যান্য গ্যাস সংক্রান্ত দুর্ঘটনা।	খুলনা মহানগরীর লবনেচরা থানাধীন বাগমারা প্রত্যাশা আবাসিক এলাকা	অবৈজ্ঞানিক ও ঝুঁকিপূর্ণভাবে নির্মিত সিলিন্ডারের মধ্যে কেমিক্যাল মিশ্রণ ঘটিয়ে হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপাদনের সময় অত্যধিক চাপে সিলিন্ডারটি বিস্ফোরিত হয়েছে বলে মনে হয়।	ঘটনাস্থানে একজন নিহত হন এবং দুইজন আহত অবস্থায় ঢাকা মেডিক্যাল হাসপাতালে ভর্তি হয়।
১২	এলপিজি সংক্রান্ত দুর্ঘটনা।	ফেনী জেলার সদর থানাধীন ফেনী ট্রাঙ্ক রোডের কেন্দ্রীয় বড় মসজিদের পূর্ব পার্শ্বে একটি হার্ডওয়্যার দোকান।	গ্যাসের চুলায় ত্রুটি/গ্যাসের চুলার পাইপে ছিদ্র থাকিবার কারণে অগ্নিকান্ড সংঘটিত হয়	অগ্নি-দুর্ঘটনার ফলে দোকানে থাকা সমস্ত মালামাল অগ্নিকান্ডে ভস্মিভূত হয় এবং এক জন লোক নিহত হয়।
১৩	পেট্রোলিয়াম সংক্রান্ত দুর্ঘটনা	কুড়িগ্রাম জেলার সদর উপজেলাধীন কুড়িগ্রাম-রংপুর সড়কের পার্শ্ব কালী মৌজায়।	ট্যাংকলরী হইতে জ্বালানী তেল খালাসের সময় সৃষ্ট সম্পৃক্ত বাষ্পীয় বিস্ফোরক পদার্থের মিশ্রণ, তড়িৎ চালক শক্তির উদ্ভব এবং চাপ ও তাপমাত্রার পার্থক্যের কারণে অগ্নিকান্ডের সূত্রপাত হয়।	কোন ক্ষয়ক্ষতি হয়নি।
১৪	সিএনজি সিলিন্ডার বিস্ফোরণজনিত অগ্নি দুর্ঘটনা	নোয়াখালী জেলার সুধারাম থানার অন্তর্গত ডাক্তার বাজার।	সিএনজি চালিত অটো রিক্সা নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাছের সাথে ধাক্কা লাগার ফলে অটো রিক্সার সাথে সংযুক্ত সিএনজি সিলিন্ডারের ভাঙ্গসহ সিলিন্ডারের সম্মুখ অংশ ভেঙে গিয়ে বিস্ফোরণজনিত অগ্নিদুর্ঘটনা সংঘটিত হয়।	দুর্ঘটনার ফলে অটো রিক্সার চালকসহ তিন জন অগ্নি দগ্ধ হয়। অগ্নি দগ্ধ তিন জনের মধ্যে এক জন যাত্রী নিহত হয়। অগ্নিকান্ডের ফলে অটো রিক্সাটি সম্পূর্ণভাবে ভস্মিভূত হয়। সিলিন্ডারের ভাঙ্গসহ সম্মুখের অংশ

				বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।
১৫	সিএনজি সংক্রান্ত দুর্ঘটনা	শাহবাগ, ঢাকা।	সিএনজি চালিত বাসটির সিএনজি ফুয়েল লাইন নিয়মিত পর্যবেক্ষণ ও মেরামত না করায় দুর্বল সংযোগের কারণে সিএনজি সিলিন্ডার হতে ইঞ্জিনে আগত ফুয়েল লাইনের সংযোগ স্থলে সিএনজি গ্যাস পূর্ব হতে নির্গত হচ্ছিল। তবে, সিগন্যালে বাসটি অপেক্ষারত থাকা অবস্থায় বেশী গ্যাস জমা হওয়ায় বাসের ড্রাইভার সুইচ অন করার সাথে সাথে ইগনিশনের কারণে স্পার্ক হতেই গ্যাসে আগুন ধরে যায়। ফুয়েল লাইন হতে গ্যাস ক্রমাগত বের হতে থাকায় দ্রুত তা সমগ্র গাড়িতে ছড়িয়ে পড়ে ও সমগ্র বাসটি আগুনে পুড়ে যায়।	আগুনে সমগ্র বাসটি পুড়ে যায়।

১৮। বিভিন্ন সভা/সেমিনারে অংশগ্রহণ:

জ্বালানি সেক্টর সংশ্লিষ্ট মোট ১০৭টি সভা/সেমিনারে অংশগ্রহণ করা হয়েছে।

স্বাক্ষরিত/-  
(মোঃ সামসুল আলম)  
প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক, বাংলাদেশ।